R, N. No. 2532/57
Phone No. RGG.112
Regd No.—WB/MSD—4

জায়গা বিক্রয়
মির্জাপুর যাবার পথে "রাকেশ ইঁট ভাটা"র প্রায় তিন বিঘা রাস্তা লাগোয়া জায়গা এক সঙ্গে অথবা ২/৩ কাঠার প্লট হিসাবে বিক্রী করা হবে। যোগাযোগের স্থান—
শ্রীনিবাস আগরওয়ালা (গাড়িয়া)
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৮শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৮ সাল
২৪শে জুলাই, ১৯৯১ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

নকল যুদ্ধ পরিণত হলো আসল যুদ্ধে

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ জুলাই বিকেলে এই থানার চরকা মাজারে মহরমের খেলা দেখানো নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে বচসা শুরু হয়। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী চরকা শরীফের ময়দানে বিভিন্ন গ্রামের মহরমের মিছিল আসে এবং খেলা দেখায়। এবার ঠিক হয় প্রতি দল ১০ মিঃ করে খেলা দেখাতে পারবে। কিন্তু কয়েকটি দল বেশী সময় নিতে থাকলে বচসা শুরু হয়। বচসা ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় চরকা লাগোয়া খড়িবোনা (শামমহম্মদ নগর) বস্তির লোকেরা বোমা নিয়ে আক্রমণ শুরু করলে অন্যান্য পক্ষ থেকেও বোমা পড়তে থাকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছোলে বোমার আঘাতে ৪ জন পুলিশও আহত হয়। অবস্থা আয়ত্তে আনতে পুলিশ দশ রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলিতে খড়িবোনার একজন আহত হয় বলে গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায়। আহতকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রশাসনকে নির্ব্বাক করে সিনেমা হল ও ফুলতলা এলাকা দুষ্কৃতীদের দখলে

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় ছায়াবাণী সিনেমা চত্বর টিকিট ব্ল্যাকার এবং তাদের মদতদাতা মাস্তানদের দাপটে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম্মের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। পুলিশ ওখানে নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় শুধুমাত্র বখরা নিতেই ব্যস্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। সিনেমা শুরু ও শেষ হওয়ার সময় এইসব দুষ্কৃতীরা বারান্দায় ও যাওয়া আসার পথে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে মহিলা দর্শকদের টিটকারী ও তাঁদের অশ্লীল ইঙ্গিতে অস্থির করে তুলছে। কেউ বাধা দিলে পরিণামে মারদাঙ্গা হচ্ছে বলে খবর। জঙ্গিপুর পাড়ে সিনেমা হাউসেও ঐ একই অবস্থা। ভিড়ের মধ্যে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করার চেষ্টাও হচ্ছে বলে মহিলা দর্শকরা জানান। তাঁদের আরো অভিযোগ পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। দেখেশুনে (শেষ পৃষ্ঠায়)

হাইকোর্টের আদেশে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা স্থগিত হলো

ধুলিয়ান : স্থানীয় পুরসভার পুরপতি ও উপ-পুরপতির বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার দিন ঠিক ছিল ৩০ জুলাই। কিন্তু উপ-পুরপতি এ ব্যাপারে মহামান্য হাইকোর্ট থেকে আলোচনার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ আলোচনা বন্ধ রাখা হয়েছে বলে খবর। জানা যায় মহামান্য হাইকোর্ট তাঁদের অন্তর্বর্ত্তী আদেশে রায় দিয়েছেন পুরপতি এবং উপ-পুরপতি উভয়ের উপর এক সঙ্গে অনাস্থা আনা যায় না। তার উপর কি কারণে অনাস্থা আনা হয়েছে সেগুলি অনাস্থার নোটিশে বলা হয়নি। মহামান্য হাইকোর্ট মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ আলোচনা মুলতুবি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পৌরপতি তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে বলেন—আমাদের বিরুদ্ধে অনাস্থার কোন কারণ অভিযোগকারী ৬ জন কমিশনার দেখাতে পারেননি, বরং তিনি গত পুরবোর্ডের প্রাক্তন পৌরপতি সত্যদেব গুপ্তের বিরুদ্ধে ২৬ লক্ষ টাকার হিসাব বহির্ভূত ব্যয়ের ব্যাপারে অডিটার দিয়ে তদন্ত বোর্ড গঠন করেছেন।

জঙ্গিপুরে সারকিট হাউস

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় অব্যবহার্য মরাকাটা ঘরের জায়গা ও আশপাশের কিছু জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে একটি সারকিট হাউস নির্মাণের প্রস্তাব কিছুদিন পূর্বে মহকুমা প্রশাসক দপ্তর থেকে উচ্চ মহলে পাঠান হয়। সম্প্রতি ঐ প্রস্তাব মঞ্জুর হয়ে এসেছে বলে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে মরাকাটা ঘরের আশেপাশের জমি হস্তান্তরিত হয়ে নতুন বাড়ীঘর তৈরী হওয়ায় অধিগ্রহণে জটিলতা দেখা দিয়েছে বলে মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়।

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে

মির্জাপুর : স্থানীয় শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব এবং নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের গৃহে দুটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র আছে। তবে ওগুলির পরিচালনভার ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়নি বলে জানা যায়। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ ঐ কেন্দ্র দুটির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একদিনও কেন্দ্র খুলতে দেখা যায়নি। কিন্তু শিক্ষায় উৎসাহ দেবার প্রয়োজনে নাকি হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, ক্যারামবোর্ড, আসবাবপত্র এবং শিক্ষকদের যাতায়াতের জন্য একটি সাইকেল দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে ওগুলি কেন্দ্রে কোনদিনই দেখা যায়নি। এমন কি উৎসব অনুষ্ঠানেও ওগুলি ব্যবহৃত হয় না। তবে কি ওগুলি ঐ দুই শিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এ প্রশ্ন আজ গ্রামবাসীদের। তাঁদের অভিমত যদি কেন্দ্রগুলির ভার ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হতো তবে ঐসব আসবাবপত্রের সদ্ব্যবহার হতো। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রামবাসীরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৯৮ সাল

অল্ কোয়ায়েট্

কর্তা কাজ চান ; কাজের ব্যবস্থা করিয়া দেন, উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন ও কাজের জন্য যাহা প্রয়োজন অর্থাৎ উপকরণ, তাহা দিতেও কার্পণ্য করেন না। কার্পণ্য এইজন্যই করেন না যে, যাহাদের স্বার্থে এই কাজ, তাহারা ত কর্তার একান্ত প্রিয় ; কর্তার কর্তৃত্ব লাভ ত তাহাদের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কার্য রূপায়ণে যাহারা দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাহাদের প্রবল স্বার্থবোধ কর্তার মূল উদ্দেশ্যকে নানাভাবে ব্যাহত করিয়া দেয় এবং এই কারণে কর্তা সম্পর্কে ক্ষোভ উন্মান বিচিত্র নয়। কর্তা ও দল বিচিত্রভাবে সব বেহাল করিয়া দেয়।

আমাদের পত্রিকার বিগত সংখ্যায় যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাহাতে জানা যায় যে, প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হইলেও মূল কাজ হয় নাই। যেহেতু কাজের ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহাদের বৃহত্তর স্বার্থপুষ্ট চাপে 'সাব-কর্তা'কে নাকি নতি স্বীকার করিতে হয় এবং সেই কারণে টাকার 'গচ্ছং গচ্ছ' অবস্থা। একদিকে কর্তার কাজ, অন্যদিকে কর্তার দল।

এক বৎসর পূর্বে রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি ৪নং প্রকল্প বাস্তবায়িত করিতে জাগনপাড়া হইতে ওসমানপুর পর্যন্ত খালটি সংস্কারের জন্য উদ্যোগী হন। তাহার জন্য দুইটি খাত হইতে দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। ডিষ্ট্রীক্ট প্ল্যান হইতে ১ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। ইহা গেল প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে জহর যোজনা হইতে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। ঠিক হয় যে প্রথম পর্যায়ের টাকার মধ্য হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা কন্টিনজেন্সী বাবদ খরচ করা হইবে এবং বাকী টাকায় লেবার পেমেণ্ট হইবে। কাজ এইভাবে আগাইয়া চলে। সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে সত্যই একটি ভাল কাজে হাত পড়িয়াছে। তাই কর্তার প্রতি সকলেরই এক অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক কারণেই। কারণ খালটির সংস্কার হইলে নদীর জমা জল বাহির করিয়া দেওয়ার সুবিধা হইবে। কিন্তু অনুসন্ধানে নাকি জানা গেল যে, পরে আর কাজ কিছু হয় নাই। এদিকে জহর যোজনায় কন্টিনজেন্সিতে ছিল বাইশ হাজার নয় শত টাকা, এই যোজনায় শ্রমদিবস সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকদের কাজ দিয়া বাকী টাকা খরচ করা হইবে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু কাজ নাকি হয় কন্ট্রাক্ট সিষ্টেমে। সংশ্লিষ্ট ব্লকের জনৈক কর্মী পে-মাষ্টার হইয়া কাজ করেন। অজ্ঞাত উৎস হইতে এক চাপ আসায় তিনি কন্ট্রাক্ট লেবার পেমেন্টের ব্যবস্থা করেন। বিডিও মহাশয়ও চাপের প্রভাব নাকি এড়াইতে পারেন নাই।

খবরে প্রকাশ, বিডিও অফিসে নাকি এই 'ইস্যু'তে কিছুদিন গুঞ্জন চলে এবং কিছু কো-অডিনেশন সভ্য বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দিয়াছিলেন। তারপর অল কোয়ায়েট্ ইন দ্য ইষ্টার্ণ ফ্রন্ট।

'বুঝ সাধু যে জান সন্ধান'।

মোহার্‌রম ও আমরা

সেরাজুল ইসলাম

মোহার্‌রম আসলে কোন উৎসবের নাম নয়—এটা হল আরবী সনের প্রথম মাসের নাম। এই মাসের ১০ই হজরত ইমাম হোসেন কারবালা নামক প্রান্তরে মারিয়ার পুত্র এজিদের সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন। এই শোকাবহ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের মুসলমান সমাজ (শিয়া ও সুন্নী) মোহার্‌রম মাসের প্রথম দশদিন রোজা রেখে, দান খয়রাত করে, কোরাণ পাঠ ও শোক প্রকাশের মাধ্যমে হজরত ইমাম হোসেনের পবিত্র বিদেহী আত্মাকে স্মরণ করে প্রচুর সওয়াব (পুণ্য) অর্জন করে থাকেন। মোহার্‌রমকে—আমরা যারা উৎসব মনে করি—সে উৎসবের আসল ব্যাপার হল এটাই।

ফোরাত নদীর অদূরে বর্তমানে আমরা যাকে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী বলে জানি তার অদূরে কারবালা নামক প্রান্তরটি। হজরত মহম্মদ (সাঃ আঃ) এর প্রচারিত ইসলাম ধর্ম আজ বিশ্বের নানা দেশে সম্প্রসারিত। আর এই ঐস্লামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণেই মারিয়ার পুত্র এজিদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয় হজরত ইমাম হোসেনকে। কারণ এজিদ পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সে যাই হোক কারবালা প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধে জলকষ্ট ও খাদ্যাভাবের জন্যই হজরত ইমাম হোসেন পরাজয় বরণ করেন ও শহীদ হন। আজ আমরা মোহার্‌রম মাসের প্রথম দশদিন তাই শোক পালনে সামিল হয়ে থাকি গোটা বিশ্বের মুসলিম সমাজ। কেননা দুনিয়াঃ মুসলমান সমাজ এক এবং অভিন্ন। 'লা এলাহা ইল্লালা হো মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহে'—এই মন্ত্রের ছত্রছায়ায় বিলীন হয়ে যাওয়ার পথে তাদের কোন বাধা নেই ইসলাম যে শান্তির প্রতীক, সহাবস্থানের প্রথম ও প্রধান শর্ত।

বাইরের দুনিয়ার কথা বাদ দিলাম। আমার দেশ ভারতবর্ষ। একজন ভারতীয় হিসাবেই আমার আপনার পরিচয়। এখানে ধর্ম্ম বিভেদ বা অশান্তির কারণ হতে পারে না। কারণ ধর্ম্মের কাজই ধারণ করে থাকা। মিলেমিশে দেশের ও দশের অগ্রগতি সাধনই আমাদের সবার লক্ষ্য। যে কথা বলছিলাম—হজরত ইমাম হোসেন ঐস্লামিক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসে জেহাদ ঘোষণা করে শহীদ হয়েছিলেন—এটা একটা আদর্শ। কিন্তু শুধুমাত্র ঐস্লামিক রাষ্ট্র গঠনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তদানীন্তন সমাজের নানাবিধ অনাচার যেমন, শিশুকন্যা হত্যা, নারী নির্যাতন, বেগার খাটানোর মত সামাজিক ক্ষতগুলির বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর জেহাদ। এমন এক ধর্মপ্রাণ মহামানবের স্মৃতিচারণা করি আমরা আজ লাঠি, তরোয়াল, মাইক ও ব্যাণ্ডের ঐক্যতানে। কিন্তু এগুলো তো অশুভ শক্তির দোসর বলেই মনে হয়। আজ আমরা আসল ছেড়ে নকলের প্রতিই যেন বেশী আকৃষ্ট। ইসলামের মূল স্রোত থেকে আমরা আজকের মুসলমান ভায়েরা যেন ছিটকে পড়ছি ভিন্ন বৃত্তে। যেখানে অনাচার, ব্যাভিচার আর ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না—একজন প্রকৃত ইসলামে বিশ্বাসী মানুষের। কথাটা হয়ত একটু অপ্রিয় হল। কিন্তু সত্যকথা সাধারণতঃ অপ্রিয়ই হয়ে থাকে।

(শেষাংশ তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

হাসপাতালে খাবার বন্ধ প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদের গত ১৯ জুন '৯১ সংখ্যায় ফরাক্কা প্রোজেক্ট হাসপাতালে ১১ জুন '৯১ রোগীদের খাবার বন্ধ প্রসঙ্গে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় সে সম্বন্ধে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার তাঁর E/M-62/X/4873(2) dated 8-7-91 নং চিঠিতে জানাচ্ছেন এ ঘটনা সত্য নয় এবং হাসপাতালে গত ১১ জুন বা তারপর কোন তারিখে এরূপ ঘটনা ঘটেনি। হাসপাতালের ইনডোর রোগীদের খাবার যথারীতি দেওয়া হয় বলেও তিনি জানান। এই চিঠি পাওয়ার পর আমরা গভীর অনুসন্ধান করে জানতে পারি আমাদের প্রতিনিধি ঐ ঘটনার দিন হাসপাতালের সি এম ও এর এবং খাদ্য সরবরাহকারী ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা জানান বিভিন্ন দাবীর ফয়সালা করতে ঠিকাদার খাদ্য সরবরাহ হঠাৎ ১১ জুন বন্ধ করে দেন। পরে জানতে পারা যায় আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়ায় সেইদিনই আবার খাদ্য সরবরাহ শুরু হয়।

ডাক্তারী অবহেলা—Malpractice

পৃথিবীর পরিবেশ নানা কারণে বর্তমানে দূষিত হচ্ছে। বায়ু, জল, আবহাওয়া সবই দূষিত হয়ে পার্থীব পরিবেশে দিন দিন মানুষের ধ্বংস ডেকে আনছে। এমন কি মানুষের মনের চেতনাবোধও কলুষিত হয়ে মনুষ্যত্বকেও নষ্ট করে দিচ্ছে। জনৈক মার্কিন কবি শব্দ দূষণে মানুষের স্বর্গ এই পৃথিবী নরকে পরিণত হচ্ছে—এই প্রসঙ্গে লিখেছেন "Battering of the brain pan/Shattering of consciousness/Some call it living/ I call it Hell." পরিবেশ দূষণের ফলে এবং উন্নতমানের জীবনযাত্রার দ্রুত রূপান্তরে মানুষের মনোজগতে যে বিপুল চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে পৃথিবীর সব দেশের মানুষই শারীরিক ও মানসিক নানা ব্যাধির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এই সব রোগের চিকিৎসার জন্য উত্তরোত্তর আধুনিক চিকিৎসা এত ব্যয় সাধ্য হয়ে উঠছে যে সাধারণ লোক সে সব চিকিৎসার সুযোগ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে, কিংবা সুযোগ নিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। আইভ্যান ইলিচ ও ফ্রিৎসক ক্যাপরা Medical nemesis বা Limits to Medicine এবং The Turning Point গ্রন্থ দুটিতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য ১৯৫০ সালে মোট ব্যয় হত ১২০ কোটি ডলার, ১৯৭৭ এ তার পরিমাণ বেড়ে ১৬০০ কোটি হয়। এমন কি সোভিয়েট রাশিয়ার মত যে দেশে চিকিৎসার সম্পুর্ণ ভার রাষ্ট্রের সে দেশেও সর্বসাধারণের চিকিৎসার সব সুযোগও দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি ডায়েলিসিস বা হার্ট বাইপাস সার্জারীর ব্যয় ভার বহন সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তার উপর প্রায় সব দেশেই দেখ যাচ্ছে হাসপাতালে যে চিকিৎসা হয় তাও খুব নিরাপদ নয়। হাসপাতালগুলিতে যত রোগী ভর্তি হয় তাদের প্রতি পাঁচ জনে একজন ভৈষজ্য ঘটিত ব্যাধিতে আক্রান্ত বলে জানিয়েছেন ফ্রিৎসক কাপরা তাঁর পুস্তকে। ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা রোগীর তুলনায় কম থাকায় সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত নার্সিং হোম-এ রোগীর প্রতি উদাসীন্য ও অবহেলাজনিত নানা দুর্ঘটনাও ঘটছে হামেশাই। পৃথিবীর সর্বত্র এ ঘটনা ঘটছে। আইভ্যান এলিচের মতে এইসব দুর্ঘটনার কারণ ডাক্তারদের উদাসীর্ণ ও অসদাচরণ (Malpractice)। অন্যান্য দেশের সেই হাওয়া লেগেছে আমাদের মত দেশেও। আমাদের দেশের মানুষের মন থেকে সুস্থ মানবতাবোধ—'শিবজ্ঞানে জীব সেবার'— মহান আদর্শের অবলুপ্ত ঘটেছে। চিকিৎসকরা এখন সেবক নন, তাঁরা ও নার্সরা বা হাসপাতাল কর্মীরা এখন শুধু কর্মী টেকনিশিয়ান বা প্রযুক্তিবিদ বা এক কথায় বলা চলে টাকা পয়সা নিয়ে বিদ্যা বুদ্ধি বা শারীরিক শক্তি বিক্রি করাই তাঁদের পেশা। ফলে চিকিৎসকদের চিকিৎসায়, নার্স বা অন্যান্য কর্মীদের সেবা কাজে নানা অনাচার দেখা যাচ্ছে। এখন তাই রোগীদের প্রতি অবহেলা বা উদাসীর্ণ আজ আর অপরাধ নয়। সেগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয় 'Random human error বা System breakdown' হিসাবে। ডাক্তার বা নার্সদের অপটুতাকে ঢাকা দিতে যন্ত্রপাতির বা আসবাবপত্রের অভাবের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়। রোগ নির্ণয় ও তার সুষ্ঠু নিরাময় পদ্ধতিকে টেকনিক্যাল সমস্যার আড়ালে ঢাকা দিতে যে আচরণ তাঁদের পক্ষে নিন্দনীয়। তাকেও সমর্থন করে সব অকাজ বা অসদাচরণকে প্রয়োগ কৌশলের ত্রুটি হিসাবে অপব্যাখ্যা করা হয়। প্রকৃত পক্ষে ডাক্তাররা হয়ে পড়েছেন কনজুমারিষ্ট বা ভোগবাদের শিকার। তাঁরা এবং তাঁদের পরিজনরা চান—যে কোন উপায়ে তাঁদের আয় বাড়ুক, তাঁদের ভোগ ও সুখের জন্য অত্যাধুনিক ভোগ্যপণ্য তাঁদের গৃহে অঢেল হোক। সেদিকে নজর দিতে গিয়ে যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনে তাঁরা তাঁদের আচার আচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক বিচারে নিন্দনীয় হলেও সে সব উপায় অবলম্বন করতে বা কোন প্রকার অসদাচরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না। রোগী বাঁচলো কি মরলো এদিকে কোন দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনীয়তা তাঁদের কাছে বিচার্য্য নয়। আশু অর্থ উপার্জনকেই তাঁরা আদর্শ বলে ধরে নিয়েছেন। [শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশ চেতনা নিবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে]

মোহার্‌রম ও আমরা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আর এ জন্য কেউ যেন দুঃখ পাবেন না। নিজেদের সংগঠিত করুন প্রকৃত ইসলামী কায়দায়। তাহলে কেউ শত্রু থাকবে না। আর নিজেদের মাঝের দ্বন্দ্ব-কলহ, মতান্তর-মনান্তর, ভেদাভেদ ইত্যাদি বৈশাখী ঝড়ে রূপান্তরিত হয়ে বাড়ী-বাড়ীর শান্তি-ভালবাসাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতেও পারবে না। সার্থক হবে ইসলামের চর্চা!

আজ চোখের সামনে দেখা যায় শতকরা হারের হিসেবে বোধহয় ৭০ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কোর্ট কাছারীতে আনাগোনা করেন। কিন্তু কেন? জেহাদ? কেন বা কিসের জন্য জেহাদ—তার সদুত্তর কেউ দিতে পারবেন না। আমার মনে হয় এ হল নিজেকে নিজেই শেষ করার এক হাস্যকর প্রচেষ্টা। যাই হোক আত্মসমীক্ষার সময় এখন। দেশ চরম দুঃসময়ের মাঝ দিয়ে চলছে। দেশের প্রতিটি কোণে কোণে ঘৃণা আর বিদ্বেষের বিষবাষ্প পুঞ্জীভুত হচ্ছে। এ সময় আলোচনা ও ধৈর্য্য দিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করাটাই মানুষের কর্তব্য—যেটা ইসলাম বলে।

নূতন প্রজন্মের যারা ধারক ও বাহক বলে নিজেদের মনে করেন—তাঁরা যেন রাজনীতিবিদদের সুকৌশলে রচিত চোরাবালিতে পা না রাখেন। কারণ আজকের রাজনীতিবিদরা বড্ড বেশী একপেশে ও স্বার্থান্ধ। চোরাবালির কাজ তো সবারই জানা—যে আস্তে আস্তে মানুষ, গরু, ছাগল, বাঘ, হাতী সব্বাইকে গিলে ফেলে। তাই আসুন এই পবিত্র মোহার্‌রম মাসে এক সুস্থ, সবল সমাজ গড়ার শপথ নিই। অকারণে হৈ-চৈ করে পবিত্র মাসের অবমাননা যেন না করি।

ইমাম হোসেনের কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের অনুরূপ রাষ্ট্র গঠনে আমরা আমাদের প্রতিনিধিদের সর্বোতভাবে সাহায্য করি। কেন না এখন তো আর তরবারির জোরে বিশেষ কোন ধর্ম্মীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এ যে বিংশ শতাব্দী—গণতন্ত্রের রমরমা অবস্থা—হোক না সে ভণ্ডামিকে ভরা বা আর কিছু।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

রঘুনাথগঞ্জ: গত ২২ জুলাই অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কমেন্স ফেডারেশন (সি আই টি ইউ) জঙ্গিপুর ইউনিটের উদ্যোগে স্থানীয় পৌরসভা ভবনে ফেডারেশনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য ও ইউনিটের যুগ্ম-সম্পাদক বিকাশ ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন জঙ্গিপুর ইউনিটের সহ-সভাপতি উদয় সিংহ রায়। পরবর্তীতে পশ্চিমবাংলার পৌর শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবাহী অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কমেন্স ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের সামনে রাখেন শ্রীসিংহ রায়। সংগঠনের সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহকুমা সম্পাদক ধ্রুবনারায়ণ রায়। সবশেষে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি বিকাশ ব্যানার্জী।

ক্লাস বয়কট আংশিক ব্যর্থ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ রেল ভাড়া বৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন এবং ত্রিপুরায় বামপন্থী কর্মীদের হত্যার প্রতিবাদে গত ১৯ জুলাই ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পঃ বাংলায় ছাত্রদের ক্লাস বয়কটের আহ্বান জানালে জঙ্গিপুর কলেজে ক্লাস হয়নি। কিন্তু জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক, বালিকা বিদ্যালয় এবং রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে যথারীতি ক্লাস হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ স্কুলে ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে অন্য দাবীতে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশ টাকা রেজিষ্ট্রেশন ফী ধার্য করায় এ আই এস এফ এবং ডি এস ও পর্ষদের অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিবাদে এ দিনেই ক্লাস বয়কটের ডাক দেয়। তবে রঘুনাথগঞ্জ বয়েজের ছাত্ররা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্লাস বয়কটের পেছনে ডি এস ও-র প্রভাবের কথা অস্বীকার করে।

সুতীর গ্রামে আবার অশান্তি

অরঙ্গাবাদ ঃ গত সপ্তাহে একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুতী থানার নুরপুর বি এস এফ ক্যাম্পের কাছে ঘোষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের এক সংঘর্ষ বাধে। গত নির্বাচনের আগে থেকে এখানে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডগোলে বেশ কয়েকজন মারা যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

পানীয় জলের সঙ্কট মেটাতে সরকারী ব্যর্থতা

ধুলিয়ান ঃ বর্ষাও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। গ্রীষ্মের দাহ এ বছর মাত্রাতিরিক্ত। গ্রাম, গঞ্জ, শহরগুলিতে তীব্র জলাভাব। মাঠ ফেটে চৌচির। গৃহস্থদের পানীয় জল জোগাড় করতে নিত্য দীর্ঘ পরিক্রমা। এবং সেই কাজটির সঙ্গে জড়িত থাকে কলের ধারে বা পুকুর ঘাটে বহু তিক্ততা, বহু বাদ প্রতিবাদ, দৈনন্দিন সঙ্কট। টিউবওয়েলের সংখ্যা এবং ব্যাপ্তিও প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। তার উপর বহু টিউবওয়েল গ্রীষ্মের শুরুতেই অচল হয়ে পড়েছে। পানীয় জলের সঙ্কট এতদ অঞ্চলের প্রধানতম সঙ্কট। যে কোনও উপায়ে, যে কোনও ভাবে সেই সঙ্কটের মোকাবিলা করা জরুরী। এ ক্ষেত্রে অর্থের বা লোকজনের বা যন্ত্রপাতির অভাবের কথা বলে দায়িত্বের এক শতাংশও এড়ানো যায় না। রাজ্যের মানুষ সরকারের নিকট থেকে অন্তত: পরিশুদ্ধ পানীয়ের আশাটুকু করে থাকেন। বিস্তীর্ণ এলাকায় যে সমস্ত ব্যাধির প্রাদুর্ভাব এবং দ্রুত প্রসার ঘটছে, বলা বাহুল্য তার পেছনে অপরিশুদ্ধ পানীয় জলের ভূমিকা বিরাট। অর্থাৎ যে কোটি কোটি মানুষ পরিশুদ্ধ জল হতে বঞ্চিত, যে কোন উৎসই যাদের আশ্রয়, তাদের বিপদ স্পষ্টতই আরও বেশী। পরিশ্রুত জলের অভাব ঘটলে মানুষ বাধ্য হয়ে অপরিশ্রুত জলের আশ্রয় নেয়। সেকারণেই পানীয় জল সরবরাহের প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরই এবং সেই সূত্রে দায়িত্ব বর্তায় পুরসভার ও পঞ্চায়েতের।

৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ দাদাঠাকুর কচি শিক্ষাকেন্দ্র বিশ্ববাণী প্রেসের সৌজন্যে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আয়োজন করেছেন। নিজ নিজ স্কুলের প্রশংসাপত্রসহ শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত নাম দেবার ব্যবস্থা আছে। ১০ টাকা ফি দিয়ে আগামী ২৬ আগষ্ট সোমবার বাংলা ৯ ভাদ্র নাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঠিক হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পুরস্কার মূল্য ১ম—১৫০ টাকা, ২য়—১২৫ টাকা, ৩য়—১০১ টাকা এবং ৪র্থ একটি বিশেষ পুরস্কার। ২য় পুরস্কারটি রঘুনাথগঞ্জ বুক সাপ্লাই দেবেন বলে ঠিক হয়েছে।

হারাইয়া গিয়াছে

আমার ক্রোকারী ও গ্লাসের একখানি সাদা পারমিট হারাইয়া গিয়াছে। পারমিটটির ক্রমিক নং ৬৩২২০১। যদি কেহ পাইয়া থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন।

মহঃ রফিক সেখ
জনতা ষ্টোর, উমরপুর,
পোঃ ঘোড়শালা, মুর্শিদাবাদ।
লাঃ নং BR/320/54A

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
Farakka Super Thermal Power Project
P. O. NABARUN-742 236 : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)

Contract Services Department
NOTICE

Date : 12-7-91

NTPC/FSTPP is desirous of Hiring of New Diesel Jeeps from interested parties with the following broad terms and conditions, Details terms and conditions can be seen from the office of under signed.

BROAD TERMS & CONDITIONS :

1. Diesel Jeep : Model No. MM-540 DP (date of purchase should be after 1-1-91.)
2. Rate : Daily Hire Charge Rs. 265/- per day for 12 hours duty
3. Over Time : Over Time @ Rs. 5/- per hours beyond normal working hours,
4. Diesel Consumption. : Diesel will be issued by NTPC free of cost @ 1 Ltr. per 9 Kms. run.
5. Mobil : Mobil Oil issued by NTPC free of cost @ 1 Ltr. for 200 Kms.

The interested parties may collect the tender documents from Sri M. K. Guha, Engineer (CS), and submit the same alongwith E. M. D. for an amount of Rs. 2000/- per vehicle in the form of Bank Draft within 31. 7. 91.

NTPC reserves the right to accept/reject any/all tenders without assigning any reasons.

Manager (CS)

দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ চিন্তিত

নবারুণ পয়েন্ট : এন টি পি সি স্থায়ী কলোনীতে পরপর দুটি ঘটনায় এখানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গত ৮ জুলাই সুনীল সরকার নামে জনৈক কর্মীকে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের উপর পাগলা ব্রীজে কয়েকজন দুষ্কৃতি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করায় তিনি ভীষণভাবে জখম হন। তাঁকে মালদা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে শ্রীসরকার ভাল আছেন বলে খবর। অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ গত ১০ জুলাই সকাল ১০টা নাগাদ শ্রীচ্যালাপান নামে জনৈক সিনিয়র এক্সিকিউটিভের কোয়ার্টারে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। দু'জন দুষ্কৃতকারী ইলেকট্রিক মিস্ত্রি পরিচয় দিয়ে শ্রীচ্যালাপানের কোয়ার্টারে প্রবেশ করে। কোয়ার্টারে তখন তাঁর স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। দুষ্কৃতীরা সেই সুযোগ নিয়ে শ্রীচ্যালাপানের স্ত্রীকে ছোরা মারে ও আলমারী থেকে জিনিসপত্র ও গয়নায় ৫০,০০০ টাকা লুটপাট করে নিয়ে যায়। ঘটনা দুটি পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ তদন্ত চলছে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ওজনে কারচুপি

ধুলিয়ান : স্থানীয় বাজারে জিনিষপত্র বেচাকেনার জন্য যে বাটখারা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট মানের বা সরকার পরীক্ষিত নয়। তার ফলে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে মুনাফা লুটছে। সরকারের ওজনের মাপ নির্দ্ধারণের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ আছে। ধুলিয়ান বাজারে তাদের তৎপরতা দেখা যায় না। এই অবস্থার আশু সমাধান প্রয়োজন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সুতী থানা অধীন ইচলিপাড়া গ্রামের মুসলমান জনসাধারণকে আদালতের নির্দেশমত জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে নিম্ন পরিচিত সম্পত্তি লইয়া উক্ত সাকিমের মৃত তিনকড়ি সেখের পুত্র নহুরুদ্দিন ওরফে নহর সেখ ধ্রুব দাস দিং এর বিরুদ্ধে মাননীয় জঙ্গীপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ৭/৯১ নং এক স্বত্ব মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা উক্ত মোকর্দ্দমায় বাদী বা বিবাদীর শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহারা শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

তপশীল চৌহদ্দি

জিলা মুর্শিদাবাদ, থানা সুতী, মৌজা ইচলিপাড়া মধ্যে
R/S খং নং ১২৮৯, দাগ নং ৩১৪, পরিমাণ ০২ শতক

By Crd r Serestadar,
1st Court of Munsiff, Jangipur

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সুতী থানা অধীন ইচলিপাড়া গ্রামের মুসলমান জনসাধারণকে আদালতের নির্দেশমত জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, নিম্ন পরিচিত সম্পত্তি লইয়া উক্ত সাকিমের মৃত তিনকড়ি সেখের পুত্র নহুরুদ্দিন ওরফে নহর সেখ এব্রাহিম সেখ দিং এর বিরুদ্ধে মাননীয় জঙ্গীপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ৮/৯১ নং এক স্বত্ব মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা উক্ত মোকর্দ্দমায় বাদী বা বিবাদীর শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহারা শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

তপশীল চৌহদ্দি

জিলা মুর্শিদাবাদ, থানা সুতী, মৌজা ইচলিপাড়া মধ্যে
R/S খং নং ১২৮৯, দাগ নং ৩১৪, পরিমাণ ০২ শতক

By Order Serestadar,
1st Court of Munsiff, Jangipur

চোরা ঘাট দখলের লড়াইয়ে খুন

জঙ্গিপুর : গত ২০ জুলাই রাতে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের জাগনপাড়া গ্রামের আসাম সেখ বোমা বিস্ফোরণে মারা যান। খবরে প্রকাশ বড়শিমূল চোরা ঘাটের দখল নিয়ে দলের লোকদের সঙ্গে আসামের বেশ কিছুদিন থেকে একটা মন কষাকষি চলছিল। ঘটনার দিন আসাম সেখ তাঁর চতুর্থ বিবির বাপের বাড়ী জোতসুন্দর গ্রামে রাত কাটাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে তাঁর তিন সঙ্গী মান্নান, ইসলাম ও আতাবুর আসামের উদ্দেশ্যে তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে চড়াও হন। তারা বেশ কয়েকটি বোমা ছুড়লে আসাম ঘটনাস্থলে মারা যান। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সুতী থানা অধীন ইচলিপাড়া গ্রামের মুসলমান জনসাধারণকে আদালতের নির্দেশমত জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে নিম্ন পরিচিত সম্পত্তি লইয়া উক্ত সাকিমের মৃত তিনকড়ি সেখের পুত্র নহুরুদ্দিন ওরফে নহর সেখ মোক্তার সেখ দিং এর বিরুদ্ধে মাননীয় জঙ্গীপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ৪/৯১ নং এক স্বত্ব মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা উক্ত মোকর্দ্দায় বাদী বা বিবাদীর শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহারা শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

তপশীল চৌহদ্দি

জিলা মুর্শিদাবাদ, থানা সুতী, মৌজা ইচলি পাড়া মধ্যে
R/S খং নং ১২৮৯, দাগ নং ৩১৪, পরিমাণ ০২ শতক

By Order Serestadar,
1st Court of Munsiff, Jangipur

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সুতী থানা অধীন ইচলিপাড়া গ্রামের মুসলমান জনসাধারণকে আদালতের নির্দেশমত জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, নিম্ন পরিচিত সম্পত্তি লইয়া উক্ত সাকিমের মৃত তিনকড়ি সেখের পুত্র নহুরুদ্দিন ওরফে নহর সেখ এমাজুদ্দিন সেখ দিং এর বিরুদ্ধে মাননীয় জঙ্গীপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ৫/৯১ নং এক স্বত্ত্ব মোকার্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা উক্ত মোকর্দ্দমায় বাদী বা বিবাদীর শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহারা শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

তপশীল চৌহদ্দি

জিলা মুর্শিদাবাদ, থানা সুতী, মৌজা ইচলিপাড়া মধ্যে
R/S খং নং ১২৮৯, দাগ নং ৩১৪, পরিমাণ ০২ শতক

By Order Serestadar,
1st Court of Munsiff, Jangipur

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সুতী থানা অধীন ইচলিপাড়া গ্রামের মুসলমান জনসাধারণকে আদালতের নির্দেশমত জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, নিম্ন পরিচিত সম্পত্তি লইয়া উক্ত সাকিমের মৃত তিনকড়ি সেখের পুত্র নহুরুদ্দিন ওরফে নহর সেখ মর্জ্জিম সেখ দিং এর বিরুদ্ধে মাননীয় জঙ্গীপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ৬/৯১ নং এক স্বত্ত্ব মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা উক্ত মোকর্দ্দমায় বাদী বা বিবাদীর শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহারা শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

তপশীল চৌহদ্দি

জিলা মুর্শিদাবাদ, থানা সুতী, মৌজা ইচলিপাড়া মধ্যে
R/S খং নং ১২৮৯, দাগ নং ৩১৪, পরিমাণ ০২ শতক

By Order Serestadar,
1st Court of Munsiff, Jangipur

'যষ্টিমধূ'র
চল্লিশ বর্ষ পূর্ণ হ'লো

১৯৯০ এর শিশু সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষের রঙ্গব্যঙ্গের একমাত্র ত্রৈমাসিক 'যষ্টিমধু' এ বছর চল্লিশ বর্ষে পড়লো। আরও চল্লিশ বর্ষ নির্বিবাদে বেঁচে থাক এই রসভাণ্ডটি, এ কামনা আমাদের অন্তরের। আগামী ২৯ জুলাই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ডঃ সরোজমোহন মিত্র, ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত প্রমুখ বাংলা সাহিত্যাকাশের নক্ষত্র ও দিকপাল সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত এক সঠিক পদক্ষেপ।

আসল যুদ্ধে পরিণত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আনা হলে তাকে বহরমপুর পাঠানো হয়। পুলিশ খড়িবোনার সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। এর জের হিসেবে পরদিন ২৪ জুলাই ভোরে কানুপুর, খিদিরপুর, সুজাপুর, চরকা ও জঙ্গিপুরের একদল উত্তেজিত জনতা খরিবোনায় পাল্টা আক্রমণ চালায় ও বেশ কিছু ঘরবাড়ী লুঠ করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে থাকা সত্বেও বোমাবাজী চলতে থাকে। প্রায় ৩০০ বাড়ীতে লুঠতরাজ চলে। বেশ কিছু বাড়ী ভাঙচুর হয়। চরকা গ্রামের আলাউল সেখ বোমা বিস্ফোরণে সাংঘাতিক আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে মারা যান। শীশাতলার হরমুজ সেখ খড়িবোনায় লুঠপাট করার সময় বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলে মারা যান। চরকা গ্রামের বয়স্ক আবদুল গণি বাগানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনিও আক্রমণের শিকার হন। তাঁকে আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে তিনি মারা যান। পুলিশ লুঠকরা মালের মধ্যে দুটি সাইকেল, বেশকিছু বাসনপত্র ও কয়েকটি স্যুটকেশ উদ্ধার করে। কিছু তাজা বোমাও আটক করে। ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সন্ধ্যার দিকে মুর্শিদাবাদ জেলার এস পি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যান। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় ওখানে দুটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। ২৩ জুলাই দশ রাউণ্ড গুলি চালানো এবং গুলিতে একজন আহত হওয়ার কথা পুলিশ অস্বীকার করে।

দুষ্কৃতীদের দখলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখে শুনে বেশ বোঝা যায় পুলিশ ও মস্তানদের মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া আছে। গত ১১ জুলাই নাইট শোতে সাহেব বাজারের কয়েকজন যুবক প্রতিবাদ করতে গিয়ে সংঘবদ্ধ এই সব মাস্তানদের হাতে হেনস্থা হন। খবর ঘটনার দিন সন্ধ্যে ৭·০৫ মিঃ নাগাদ ছায়াবাণী হলে ঢোকার সময় এই ধরনের আচরণের প্রতিবাদ করলে সাহেববাজারের পিনটু কর্মকারকে দুষ্কৃতীরা ঘিরে ফেলে এবং প্রহারে উদ্যত হয়। সে সময় বাবুয়া ভকত ও তাঁর সঙ্গীরা রুখে দাঁড়ালে দুষ্কৃতীরা সরে পড়ে। এবং জনৈক রহিমের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটি ওখানেই মিটে যায়। বিরতির পর বাবুয়া ভকত বাইরে এলে ৫০/৬০ জনের একটি দল তলোয়ার, লাঠি নিয়ে বাবুয়াদের আক্রমণ করে। তাঁরা আত্মরক্ষার্থে দোতালায় সিনেমার অফিস ঘরে ঢুকে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহের জনৈক কর্মী মোস্তাকিম সেখকে থানায় ফোন করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা মুস্তাকিন ফোন খারাপ অজুহাত দেখিয়ে অফিস ঘর থেকে ওদের বার করে ঘর তালাবন্ধ করে দেন। শুধু এই সবই নয়, ঐ সব মাস্তানরা মাঝে মধ্যেই দু'চারজন নিরীহ দর্শককে ধরে পকেটমার অভিযোগে মারপিট করে ঘড়ি আংটি খুলে নেয়। সংলগ্ন ফুলতলা অঞ্চলও কুখ্যাত চোরাকারবারীদের আস্তানা হয়েছে বলে জানা যায়। ওখানে চায়ের গুমটিগুলোতে প্রকাশ্যে ড্রাগস চুল্লু প্রভৃতি বিক্রি হয়। এদের সাথে পুলিশের মাসোয়ারা বন্দোবস্ত আছে বলে স্থানীয় অনেকেই অভিযোগ করেন। আরো জানা যায়—ম্যাকেঞ্জী পার্কের সামনের রাস্তা থেকে হাসপাতালের মোড় পর্য্যন্ত গজিয়ে ওঠা নতুন দোকানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের নেশার বস্তু মজুত থাকছে। সেই সুবাদে ছেলে ছোকড়াদের ভিড় বাড়ছে। ঐ রাস্তায় মেয়েদের দেখলেই বিকট চীৎকার, অশ্লীল মন্তব্য এ সব তো আছেই। পুলিশ প্রশাসন কিছুদিন আগে তৎপরতা দেখিয়ে কয়েক বোতল বে-আইনী মদ আটক করে ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। এখন সব চুপচাপ।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Centre for Career Development Courses
এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—
১। কমপিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।
নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ
এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে পাওয়া যায়
বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।
সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ
দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার
গভঃ রেজি নং L/44399
সাগরদীঘি রোড, আইসের উপর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বিঃ দ্রঃ—কামশন এজেন্ট চাই

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ
শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ
গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫
SARMISTHA FINANCE LIMITED
রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ
আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—
এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।